পদ্যাংশ

চতুর্থ অধ্যায়

খুদ্দক পাঠ

সরণাগমনং

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।

দুতিযম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
দুতিযম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
দুতিযম্পি সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।

ততিযম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ততিযম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
ততিযম্পি সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।

সারমর্ম

বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ নেওয়াকে ত্রিশরণ বলে। এ শরণে যাওয়াই হল শরণাগমন। ত্রিশরণের আশ্রয়কে শরণগমন বলে। প্রতিটি বৌদ্ধের জন্য এ তিনটি শ্রেষ্ঠ শরণ বা শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। ত্রিশরণ বৌদ্ধধর্মে প্রবেশের প্রথম সোপান। এ শরণ প্রকৃষ্ট শরণ। কারণ এ শরণে প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ সমস্ত ভয় এবং ভবদুঃখের অবসান করতে সক্ষম হয়। যে ব্যক্তি ত্রিশরণের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে মনে প্রাণে ইহা গ্রহণ করেন তিনিই বুদ্ধের ভক্ত হন। ভগবান প্রথমে ত্রিশরণ গ্রহণ করে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন ভিক্ষুসঙ্ঘকে। অতএব, শরণাগমনের গুরুত্ব অপরিসীম।

মঙ্গল সুত্তং

ভূমিকা

অতীতকালে জম্বুদ্বীপের সর্বত্র এমন কি সভাগৃহেও মঙ্গল সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। মঙ্গল কি? দর্শনে, শ্রবণে না ঘ্রাণে মঙ্গল ইত্যাদি বিষয় আলোচনায় এসেছিল। কেউ বলেন, যদি প্রত্যুষে উঠে পুর্ণ

কলসী, রোহিত মৎস্য, গর্ভিণী গাভী ইত্যাদি দেখে তবে তার মঙ্গল হয়। কেউ বলেন যদি প্রত্যুষে উঠে পুষ্পের গন্ধ পায়, মাটি স্পর্শ করে, হরিদবর্ণ শস্য স্পর্শ করে তবেই মঙ্গল হয়।

এভাবে চিন্তা ও বিতর্ক করতে করতে বারো বছর অতিবাহিত হল কিন্তু প্রকৃত মঙ্গল কিসে হয় তা নির্ণয় করা গেল না। অতঃপর সবাই দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রকৃত মঙ্গল কিসে হয় তা জানানোর জন্য তাঁকে অনুরোধ করলেন। দেবরাজ ইন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন–তোমরা ভগবান বুদ্ধের কাছে মঙ্গল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছ কিনা? সকলে উত্তর দিলেন– না, প্রভু করিনি। দেবরাজ ইন্দ্র বললেন–তোমরা তাঁকে জিজ্ঞেস না করে আমাকে উপযুক্ত মনে করে ভুল করছ। তোমরা অগ্নিকে অগ্নি মনে না করে জোনাকীকে অগ্নি মনে করেছ। চল, আমরা সকলে গিয়ে জগতের মঙ্গলদাতা বুদ্ধের নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি।

দেবরাজ ইন্দ্র নির্দেশ দিলেন, একজন দেবপুত্র যেন বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রকৃত মঙ্গল কি সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। ইন্দ্রের নির্দেশ অনুসারেই দেবপুত্র বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে যথাযথ বন্দনাপূর্বক মঙ্গল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। বুদ্ধ সে সময়ে শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। ভগবান বুদ্ধ মানবের হিতের জন্য আটত্রিশ প্রকার মঙ্গল বিষয় ব্যাখা করলেন।

নিদানং

যং মঙ্গলং দ্বাদসহি চিন্তযিংসু সদেবকা,
সোত্থানং নাধিগচ্ছন্তি অট্‌ঠতিংসঞ্চ মঙ্গলং;
দেসিতং দেব-দেবেন সব্বপাপ বিনাসনং,
সব্বলোক হিতত্থায মঙ্গলং তং ভণামহে।

সুত্তং

এবম্মে সুতং-একং সমযং ভগবা সাবত্থিযং বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্‌স আরামে। অথ খো অঞ্ঞতরা দেবতা অভিক্কন্তায রত্তিযা অভিক্কন্তবণ্ণা কেবলকপ্পং জেতবনং ওভাসেত্বা যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং অট্‌ঠাসি। একমন্তং ঠিতা খো সা দেবতা ভগবন্তং গাথায অজ্‌ঝভাসি-

১। বহুদেবা মনুস্‌স চ মঙ্গলানি অচিন্তযুং,।
আকঙ্খমানা সোত্থানং, ব্রূহি মঙ্গলমুত্তমং।

২। অসেবনা চ বালানং, পণ্ডিতানং চ সেবনা,
পূজা চ পূজনীযানং, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

৩। পতিরূপদেসবাসো চ, পুব্বে চ, কতপুঞ্ঞতা,
অত্তসম্মপণিধি চ, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

৪। বহুসচ্চঞ্চ সিপ্পঞ্চ বিনযো চ সুসিক্‌খিতো,
সুভাসিতা চ যা বাচা, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

৫। মাতাপিতু উপট্ঠানং, পুত্তদারস্স সঙ্গহো,
অনাকুলা চ কম্মন্তা, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

৬। দানঞ্চ ধম্মচরিযা চ, ঞাতকানঞ্চ সঙ্গহো,
অনবজ্জানি কম্মানি, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

৭। অরতি বিরতি পাপা, মজ্জপান চ সঞ্ঞমো
অপ্পমাদো চ ধম্মেসু, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

৮। গারবো চ নিবাতো চ সন্তুট্ঠী চ কতঞ্ঞুতা,
কালেন ধম্মসবণং, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

৯। খন্তী চ সোবচস্সতা, সমণানঞ্চ দস্সনং,
কালেন ধম্মসাকচ্ছা, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

১০। তপো চ ব্রহ্মচরিযঞ্চ, অরিযসচ্চান দস্সনং,
নিব্বানং সচ্ছিকিরিযা চ, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

১১। ফুট্ঠস্স লোকধম্মেহি চিত্তং যস্স ন কম্পতি,
অসোকং বিরজং খেমং, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

১২। এতাদিসানি কত্বান সব্বত্থমপরাজিতা,
সব্বত্থ সোত্থিং গচ্ছন্তি, তং তেসং মঙ্গলমুত্তমং।

শব্দার্থ

আকঙ্খমনা - আগ্রহী; অত্থসম্মাপণিধি - সম্যকরূপে আত্ম প্রণিধান; উপট্ঠানং - সেবা; অনুকুলা চ কম্মন্তা - সৎভাবে জীবিকার্জন, অরতি - অনাসক্তি, সঞ্ঞমো - সংযম, গারবো - গৌরব; ফুট্ঠস্স - স্পৃষ্ট, লোকধম্ম - লোকধর্ম অর্থাৎ লাভ - অলাভ, যশ - অযশ, নিন্দা - প্রশংসা, সুখ - দুঃখ এই আট প্রকার বিষয়কে লোকধর্ম বলে; সচ্চিকিরিয - উপলব্ধি।

সারমর্ম

ভগবান বুদ্ধ ৩৮টি মঙ্গলের কথা বর্ণনাপূর্বক প্রকৃত মঙ্গল কি তা এ সূত্রে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এ ব্যাখ্যা দ্বারা দেব-মনুষ্যের মন থেকে সংশয় অপনোদন করেছেন। বৌদ্ধধর্ম মতে মূর্খলোকের সেবা না করা, জ্ঞানীর সেবা করা, পূজনীয়দের পুজা করা, প্রতিরূপ দেশে বাস করা, পূর্বকৃত পুণ্যের স্মরণ, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, নিজেকে সঠিকভাবে জানা, বহু বিষয়ে জ্ঞানলাভ, বহু শিল্প শিক্ষালাভ করা, বিনয়ী ও শিক্ষিত হওয়া, সুবাক্য বলা, মাতাপিতার সেবা, স্ত্রী পুত্র রক্ষা করা, সৎকর্ম করা, দান দেয়া, ধর্মাচরণ করা, জ্ঞাতিগণকে সাহায্য করা, নিষ্পাপ কর্ম করা, গৌরবনীয় ব্যক্তির গৌরব করা, প্রাপ্ত বিষয়ে সুখী থাকা, উপকারীর উপকার স্বীকার করা, ধৈর্য্যশীল হওয়া, ক্ষমাশীল হওয়া, শ্রমণদের দর্শন, নির্বাণ সাক্ষাৎ করা, লোকধর্মের দ্বারা বিচলিত না হওয়া, শোকহীন হওয়া, লোভ, দ্বেষ, মোহ থেকে মুক্ত থাকা ইত্যাদি বিষয়কে প্রকৃত মঙ্গল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ যদি বুদ্ধ নির্দেশিত পথে নিজেদের পরিচালিত করে তবে তাতেই তাদের মঙ্গল হয়।

রতন সুত্তং

ভূমিকা

ভগবান বুদ্ধের জীবদ্দশায় বৈশালীতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। এত অধিক মানষের মৃত্যু হল যে, সৎকার করাও দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াল। মৃতদেহ পঁচে দুর্গন্ধ বের হল, রোগের উৎপত্তি হল, ভূত প্রেতের উপদ্রব হল। প্রজারা মনে করল রাজা অধার্মিক তাই রাজ্যে এ দুঃখ নেমে এসেছে। রাজা তার বিচার করার জন্য প্রজাদের আহ্বান জানালেন। এক সময় বিচারও হল কিন্তু বিচারে রাজার কোন দোষ দেখা গেল না।

অতঃপর সকলে ভাবলেন বুদ্ধ মহাপ্রভাবশালী। তিনি মানবের হিতের জন্য উপদেশ দিয়ে থাকেন। তিনি যদি বৈশালীতে আগমন করেন তবে অমঙ্গল দূরীভূত হবে।

বুদ্ধ তখন রাজগৃহে অবস্থান করছিলেন। তাঁকে আনার জন্য দুজন লিচ্ছবি কুমার সেখানে উপস্থিত হন এবং বৈশালীতে আগমনপূর্বক অমঙ্গল ও ভয় দূরীভূত করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলেন। বুদ্ধ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং বৈশালীতে আগমন করেন। তাঁর আগমনের সাথে সাথেই বৈশালীতে প্রবল বৃষ্টি হয়। এতে মৃতদেহ ভেসে যায়, দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়; প্রেত ও পিশাচ অন্তর্হিত হয়। ভগবান আনন্দ স্থবিরকে তখন রতন সূত্র আবৃত্তি করার নির্দেশ দেন। আনন্দ স্থবির রতনসূত্র আবৃত্তি করতে করতে ভগবানের ব্যবহৃত পাত্র থেকে জল নিয়ে চারদিকে ছিটিয়ে দেন। এতে রাজ্যে শান্তি ও স্বস্তি আসে। রোগ, ভয় ও দুর্ভিক্ষ তিরোহিত হয়।

নিদানং

পণিধানতো পট্ঠায় তথাগতস্স দস পারমিযো দস উপপারমিযো দস পরমাত্থ পারমিযো, সমতিংস পারমিতো; পঞ্চ মহা মহাপরিচ্চগে লোকত্থচরিযং ঞাতত্থচরিযং বুদ্ধত্থচরিয়ন্তি, তিস্স চরিযাযো পচ্চিমভবে গব্ভোক্কন্তিং জাতিং অভিনিক্খমনং পধানচরিযং বোধিপলঙ্কে মারবিজযং সব্বঞ্ঞুতা ঞাণপটিবেধং নব লোকুত্তর ধম্মেত্তি সব্বেপি মে বুদ্ধগুণে আবজিত্বা বেসালিযা তিসু পাকান্তরেসু তিযামরত্তিং পরিত্তং করোন্তো আযস্মা আনন্দ থের বিয কারঞ্ঞচিত্তং উপট্ঠাপত্বা-

কোটিসত সহস্সেসু চক্কবালেসু দেবতা,
যস্সানম্পটিগ্গণ্হন্তি যঞ্চ বেসালিযা পুরে,
রোগামনুস্স দুব্ভিক্খা সম্ভুততিবিধং ভযং,
খিপ্পমন্তরধাপেসি পরিত্তং তং ভণামহে।

সুত্তং

১। যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভূম্মানি বা যানি ব অন্তলিক্খে
সব্বেব ভূতা সুমনা ভবন্তু
অথোপি সক্কচ্চ সুণন্তু ভাসিতং।

২। তস্মাহি ভূতা নিসামেথ সব্বে
মেত্তং করোথ মানুসিযা পজায়,
দিবা চরন্তো চ হরন্তি যে বলিং
তস্মাহি নে রক্খথ অপ্পমত্তা।

৩। যং কিঞ্চি বিত্তং ইধ বা হুরং বা
সগ্গেসু বা যং রতনং পণীতং
ন নো সমং অত্থি তথাগতেন
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৪। খযং বিরাগং অমতং পণীতং
যদজ্ঝগা সক্যমুনী সমাহিতো,
ন তেন ধম্মেন সমত্থি কিঞ্চি
ইদম্পি ধম্মে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৫। যং বুদ্ধসেট্ঠো পরিবণ্ণযী সুচিং
সমাধিমানন্তরিকঞ্ঞমাহু,
সমাধিনা তেন সমো ন বিজ্জতি
ইদম্পি ধম্মে রতনং পণীতিং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৬। যে পুগ্গলা অট্ঠসতং পসত্থা
চত্তারি এতানি যুগানি হোন্তি।
তে দক্খিণেয্যা সুগতাস্স সাবকা
এতেসু দিন্নানি মহপ্ফলানি।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৭। যে সুপ্পযুত্তা মনসা দল্হেন
নিক্কামিনো গোতম সাসনম্হি,
তে পতিপত্তা অমতং বিগ্যহ
লদ্ধা মুদা নিব্বুতিং ভুঞ্জমানা।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৮। যথীন্দখীলো পঠবিং সিতো সিযা
চতুব্ভি বাতেভি অসম্পকম্পিযো,
তথুপমং সপ্পুরিসং বদামি
যো অরিযসচ্চানি অবেচ্চ পস্সতি।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৯। যে অরিযসচ্চানি বিভাবযন্তি
গম্ভীর পঞ্ঞেন সুদেসিতানিং,
কিঞ্চাপি তে হোন্তি ভুসম্পমত্তা
ন তে ভবং অট্ঠমং আদিযন্তি।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

১০। সহাবস্স দস্সনসম্পদায
তযস্সু ধম্মা জহিতা ভবন্তি,
সক্কাযদিট্ঠি বিচিকিচ্ছি তঞ্চ
সীলব্বতং বাপি যদত্থি কিঞ্চি।
চতুহ পাযেহি'চ বিপ্পমুত্তো
ছ চাভিট্ঠানানি অভব্বো কাতুং,
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণতিং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

১১। কিঞ্চাপি সো কম্মং করোতি পাপকং
কাযেন বাচাযুদ চেতসা বা,
অভব্বো সো তস্স পটিচ্ছদায
অভব্বতা দিট্ঠপদস্স বুত্তা।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

১২। বনপ্পগুম্বে যথা ফুস্সিতগ্গে
গিম্হান মাসে পঠমস্মিং গিম্হে
তথূপমং ধম্মবরং অদেসযী
নিব্বানগামিং পরমং হিতায।
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

১৩। বরো বরঞ্ঞূ বরদো বরাহবো
অনুত্তরো ধম্মবরং অদেসযী,
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

১৪। খীণং পুরাণং নবং নত্থি সম্ভবং
বিরত্তচিত্তা আযতিকে ভবস্মিং,
তে খীণবীজা অবিরুল্হিছন্দা
নিব্বন্তি ধীরা যথাযং পদীপো।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

১৫। যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভূম্মানি যানিব অন্তলিক্খে,
তথাগতং দেবমনুস্স পূজিতং
বুদ্ধং নমস্সাম সুবত্থি হোতু।

১৬। যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভূম্মানি যানিব অন্তলিক্খে
তথাগতং দেবমনুস্স পূজিতং
ধম্মং নমস্সাম সুবত্থি হোতুং।

১৭। যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভূম্মানি বা যানিব অন্তলিক্খে,
তথাগতং দেবমনুস্স পূজিতং
সঙ্ঘং নমস্সাম সুবত্থি হোতু।

শব্দার্থ

বিত্তং - রত্ন; হুরং-পরলোক; অন্তলিক্খে - অন্তরীক্ষে; খ্যং - ক্ষয়কর; সুবত্থি - মঙ্গল, পুগ্গল - পুদগ্ল; সমাধিমানন্তরিকঞ্ঞমাহু - সমাধির প্রশংসা; ন বিজ্জতি - বিদ্যমান নেই; যথীন্দখীলো - যেমন ইন্দ্রখীল (স্তম্ভ); চতূভি বাতেভি- চারদিকের বাতাসে; বিচিকিচ্ছা - সংশয়; বনপ্পগুম্বে - কুঞ্জবনে; ফুস্সিতগ্গে- প্রস্ফুটিত হয়; গিম্হানমাসে - গ্রীষ্মকালে; বরো - শ্রেষ্ঠ; বরঞ্ঞূ - নির্বাণজ্ঞ; বরদো - নির্বাণপ্রদায়ী, বরাহর- বরাহরণকারী; বিরতিচিত্তা - আসক্তিহীন; অবিরুলহিচ্ছন্দা - জন্মগ্রহণে বীতস্পৃহ; যানীধ-এখানে যে সকল; এতেন সচ্চেন - এ সৎবাক্য দ্বারা; ধীরা - পণ্ডিত ব্যক্তি।

সারমর্ম

পৃথিবীতে কোনটি শ্রেষ্ঠ এবং দুর্লভ রত্ন তাই এ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইহলোকে ও পরলোকে যত রত্ন আছে তন্মধ্যে বুদ্ধ রত্নই শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধ সমাধির প্রশংসা করেছেন, নির্বাণমৃত পান করেছেন। এ নির্বাণগামী ধর্মরত্নের ন্যায় আর কোনো রত্ন নেই। তথাগত বুদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ সঙ্ঘ দক্ষিণার যোগ্য। তাঁদেরকে দান দিলে মহাফল হয়। সঙ্ঘরত্নের সমান আর কোনো রত্ন নেই। বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শ্রেষ্ঠত্ব হেতু তাঁদের প্রভাবে মানুষের মঙ্গল হয়।

এ সূত্রে নির্বাণের চমৎকার ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা আছে। যাঁদের পুরাতন কর্ম ক্ষয় হয়েছে, নতুন কর্ম উৎপন্নের কোন সম্ভাবনা নেই, ভবিষ্যতে জন্ম গ্রহণের আসক্তি নেই; যাঁদের ক্ষীণবীজের বৃদ্ধি নেই, যাঁদের জন্ম নিরোধ হয়েছে, সে ব্যক্তিগণ নিভে যাওয়া প্রদীপের ন্যায় নির্বাণ প্রাপ্ত হন।

যাঁরা কামনাহীন, চার আর্যসত্য সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত; যাঁরা তৃষ্ণা, দ্বেষ ও মোহের প্রবল বায়ু দ্বারা প্রকম্পিত হয় না, যাঁরা চার অপায় থেকে বিমুক্ত; যাঁরা ছয় প্রকার পাপ করতে পারে না; তাঁরাই শ্রাবক সঙ্ঘের সদস্য হওয়ার যোগ্য। যিনি মুক্তিদাতা নির্বাণজ্ঞ; যাঁর রাগ, দ্বেষ, মোহ নেই, তিনিই বুদ্ধ।

করণীয় মেত্ত সুত্তং

ভূমিকা

একদা পাঁচশত ভিক্ষু হিমালয় পর্বতের নিকটে কোন এক পাহাড়ে বর্ষাবাস আরম্ভ করলেন। তাঁরা নিকটস্থ গ্রামে ভিক্ষা করতেন, সুখে কর্মস্থান ভাবনা করতেন। পরিশুদ্ধ জলবায়ু ও সুখাদ্য গ্রহণে তাঁদের স্বাস্থ্য ভাল হল। তাঁরা পরিপূর্ণভাবে ভিক্ষুধর্ম পালন করতে লাগলেন। কিন্তু বৃক্ষদেবতাগণ ভিক্ষুদের শীলতেজে উদ্বিগ্ন হলেন। সে তেজ সহ্য করতে না পেরে তাঁরা আশ্রয় ছেড়ে কখন চলে যাবেন তার অপেক্ষায় রইলেন। এদিকে বর্ষাবাস শেষ না হলে ভিক্ষুগণ চলে যাবেন না। তাই তাঁদের কষ্ট হবে, এ ভেবে যক্ষগণ ভিক্ষুদের ভয় দেখাতে লাগলেন এবং ভয়ানক দুর্গন্ধ ছড়াতে লাগলেন। দুর্গন্ধে ভিক্ষুদের শিরঃপীড়া হল। অতঃপর ভীত ও পীড়িত ভিক্ষুগণ বর্ষাবাস ত্যাগ করে বুদ্ধের নিকট চলে গেলেন। বর্ষাবাসের সময় ভ্রমণে যেতে নেই অথচ বর্ষাবাসের সময় ভিক্ষুদের আগমন দেখে তিনি প্রকৃত কারণ জিজ্ঞেস করলেন। ভিক্ষুগণ তাঁদের দুঃখের কথা জানালেন। বুদ্ধ পূর্বস্থানে গিয়ে ভিক্ষুদের বর্ষাবাসের নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, সেখানেই তাঁদের তৃষ্ণাক্ষয় হবে। অতঃপর ভগবান বুদ্ধ যক্ষভয় থেকে পরিত্রাণের জন্য করণীয় মৈত্রী সূত্র দেশনা করেন।

নিদানং

১। যস্সানুভাবতো যক্খা নেব দস্সেন্তি ভিংসনং
যম্হি চেবানুযুঞ্জন্তো রত্তিং দিবমতন্দিতো।

২। সুখং সুপতি সুত্তো চ পাপং কিঞ্চি ন পস্সতি
এবমাদি গুণপেতং পরিত্তং তং ভণামহে।

সুত্তং

১। করণীযমেত্তকুসলেন যন্তং সন্তং পদং অভিসমেচ্চ,
সক্কো উজু চ সুজু চ সুবচো চস্স মুদু অনতিমানী।

২। সন্তুস্সকো চ সুভরো চ অপ্পকিচ্চা চ সল্লহুকবুত্তি,
সন্তিন্দ্রিযো চ নিপকো চ অপ্পগবেভা কুলেসু অনুনুগিদ্ধো।

৩। ন চ খুদ্দং সমাচরে কিঞ্চি যেন বিঞ্ঞূ পরে উপবদেয্যু,
সুখিনো বা খেমিনো হোন্তু সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

৪। যে কেচি পাণভূতত্থি তসা বা থাবরা বা অনবসেসা,
দীঘা বা যে মহন্তা বা মজ্ঝিমা রস্সকা অনুকাথুলা।

৫। দিট্ঠা বা যেব অদিট্ঠা যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে,
ভূতা বা সম্ভবেসী বা সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখীতত্তা।

৬। ন পরো পরং নিকুব্বেথ নাতিমঞ্ঞেথ কত্থচি নং কিঞ্চি,
ব্যারোসনা পটিঘসঞ্ঞা নাঞ্ঞমঞ্ঞস্স দুক্খমিচ্ছেয্য।

৭। মাতা যথা নিযং পুত্তং আযুসা একপুত্তমনুরক্খে,
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসং ভাবযে অপরিমাণং।

৮। মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসং ভাবযে অপরিমাণং,
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।

৯। তিট্‌ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সযানো বা যাবতস্‌স বিগতমিদ্ধো,
এতং সতিং অদিট্‌ঠেয্য ব্রহ্মমেতং বিহারমিদমাহু।

১০। দিট্‌ঠিঞ্চ অনুপগম্ম সীলবা দস্‌সনেন সম্পন্নো,
কামেসু বিনয্যগেধং নহি জাতু গব্‌ভসেয্যং পুনারেতী'তি।

শব্দার্থ

সক্কো - সক্ষম; উজু - সরল; সুজু - অতিসরল; বিঞ্ঞূ - বিজ্ঞগণ; অনভিমানী - যিনি অভিমান শূন্য; সুভরো - মিতহারী; জাতু - জন্মগ্রহণ; উপবদেয্যুং - নিন্দা; ব্রহ্মমেতং বিহারং - ব্রহ্মবিহার (মৈত্রী; করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষাকে ব্রহ্মবিহার বলে); গব্‌ভসেয্যং - গর্ভাশয়ে; পুনরেতীতি - পুনরায় আসা; মানসং ভাবযে অপরিমাণং- অপরিমেয় মৈত্রী পোষণ; সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্ত - সকলে সুখি হোক।

সারমর্ম

এ সূত্রে বুদ্ধের মহামৈত্রীর বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে। বিশ্বের সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী পরায়ণ হওয়ার আহ্বান এসেছে। এ সূত্রে বিশ্বের সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রীময় হয়ে তাদের সুখ ও মঙ্গল কামনা করা হয়েছে। পৃথিবীতে সমস্ত প্রাণী দেখা যায় না, দেখা যায় যারা নিকটে, যারা বড়, যারা ছোট- সকলের সুখের জন্য মৈত্রীভাবনা করতে হয়। পরস্পর পরস্পরকে বঞ্চনা করবে না, কেউ কাউকে হিংসাবশত দুঃখ দেবে না। মা যেমন তার একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করে তেমনি পৃথিবীর সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমেয় মৈত্রী পোষণ করবে। দাঁড়ান অবস্থায়, শয়নে, উপবেশনে এবং নিদ্রা না আসা পর্যন্ত মৈত্রী ভাবনা করবে।

নিধিকণ্ড সুত্তং

১। নিধিং নিধেতি পুরিসো গম্ভীরে ওদকন্তিকে,
অত্থে কিচ্চে সমুপ্পন্নে অথায় মে ভবিস্‌সতি।

২। রাজতো বা দুরুত্তস্‌স চোরতো পীলতস্‌স
ইণস্‌স বা পমোক্‌খায় দুব্‌ভিক্‌খে অপদাসু বা,
এতদত্থায় লোকস্মিং নিধি নাম নিধীযতে।

৩। তাব সুনিহিতো নিধি গম্ভীরে ওদকন্তিকে,
ন সব্বো সব্বদা এব তস্‌স তং উপকপ্পতি।

৪। নিধি বা ঠানা চবতি সঞ্ঞাবস্‌স বিমুযহতি
নাগা বা অপনামেন্তি যক্‌খা বাপি হরন্তি তং;
অপ্‌পযা বাপি দাযাদা উদ্ধরন্তি অপস্‌সতো,
যথা পুঞ্ঞঞ্‌ক্‌খযো হোতি সব্বমেতং বিনস্‌সতি।

৫। যস্স দানেন সীলেন সঞ্ঞমেন দমেন চ,
নিধি সুনিহিতো হোতি ইত্থিযা পুরিসস্স বা,
চেতিযম্হি চ সঙ্ঘে বা পুগ্গলে অতিথীসু বা,
মাতারি পিতরি বাপি অথো জেট্ঠম্হি ভাতরি;
এসো নিধি সুনিহিতো অজেয্যো অনুগামিকো,
পহায গমনীযেসু এতদামায গচ্ছতি।

৬। অসাধারণঞ্ঞেসং অচোরহরণো নিধি,
কযিরাথ ধীরো পুঞ্ঞানি যো নিধি অনুগামিকো।

৭। এসো দেব-মনুস্সানং সব্বকামদদো নিধি,
যং যদেবাভিপত্থেন্তি সব্বমেতেন লব্ভতি।

৮। সুবণ্ণতা সুস্সরতা সুসণ্ঠতা, সুরূপতা,
আধিপচ্চং পরিবারো সব্বমেতেনং লব্ভতি।

৯। পদেসরজ্জং ইস্সরিযং চক্কবত্তি সুখং পিযং,
দেবরজ্জম্পি দিব্বেসু সব্বমেতেন লব্ভতি।

১০। মানুসিকা চ সম্পত্তি দেবলোকে চ যা রতি,
যা চ নিব্বান সম্পত্তি সব্বেমেতেন লব্ভতি।

১১। মিত্তসম্পদমাগম্ম যোনিসো বে পযুঞ্জতো,
বিজ্জাবিমুত্তিবসীভাবো সব্বমেতেন লব্ভতি।

১২। পটিসম্ভিদা বিমোক্খা চ যা চ সাবকপারমী,
পচ্চেকবোধি বুদ্ধভূমি সব্বমেতেন লব্ভতি।

১৩। এবং মহিদ্ধিয়া এসা যদিদং পুঞ্ঞসম্পদা,
তস্মা ধীরা পসংসন্তি পণ্ডিতা কতপুঞ্ঞতন্তি।

শব্দার্থ

চবতি - চ্যুত হয়; ইণস্স - ঋণের; দাযাদা - উত্তরাধিকারীরা; অপ্পযা - অপ্রিয়; সুসণ্ঠান - সুন্দর দেহসৌষ্ঠব; আধিপচ্চং - আধিপত্য; মহিদ্ধিয়া - মহাঋদ্ধিসম্পন্ন।

অনুগামিকো - যা মৃত্যুর পর অনুগমন করে; নিধেতি - মাটির নিচে পুতে রাখে; দুরুত্তস্স - খারাপ লোকের; বিমুযতি - ভুলে যায়, সুনিহিতো - উত্তমরূপে প্রোথিত।

সারমর্ম

প্রাচীনকালে মানুষ ভবিষ্যতের অর্থাভাব দূরীকরণে মাটির নিচে ধন পুতে রাখত। কিন্তু এ ধন চোরে চুরি করতে পারে। স্থানচ্যুত হতে পারে, কেউ তুলে নিতে পারে। তাই এ ধন মানুষের উপকারে আসে না। তার অনুগামীও হয় না। আবার যখন পুণ্যক্ষয় হয় তখন ধন বিনষ্ট হয়।

বৌদ্ধধর্ম মতে পুণ্যময় প্রকৃত ধনই মানুষের অনুগামী হয় এবং উপকারে আসে। চৈত্য নির্মাণ, ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবা, মাতাপিতা, আত্মীয় ও জ্ঞাতিগণের ভরণপোষণের জন্য অর্থ ব্যয় করে যে পুণ্যধন অর্জন করা হয় তাই প্রকৃত ধন বা প্রকৃত নিধি।

এ নিধি অজেয়, সুনিহিত এবং অনুগামী হয়। এ নিধির প্রভাবে মানুষের দেহ-বর্ণ সুন্দর হয়, সুমিষ্ট হয় কণ্ঠস্বর। রাজচক্রবর্তী সুখ, দেবলোকের আনন্দ ও নির্বাণ সম্পত্তি এতে লাভ করা যায়। দান, শীল, সংযম ও ক্ষান্তির দ্বারা অর্জিত পুণ্যধনই সর্ব শ্রেষ্ঠধন বা সর্বশ্রেষ্ঠ নিধি।

তাই পণ্ডিত ব্যক্তিগণ পূণ্য সম্পাদন করাকে প্রশংসা করে থাকেন।

তিরোকুড্ড সুত্তং

১। তিরোকুড্ডেসু তিট্ঠন্তি সন্ধি-সিঙ্ঘাটকেসু চ,
দ্বারবাহাসু তিট্ঠন্তি আগত্বান সকং ঘরং।

২। পহুতে অন্নপানম্হি খজ্জভোজ্জে উপট্ঠিতে,
ন তেসং কোচি সরতি সত্তানং কম্মপচ্চযা।

৩। এবং দদন্তি ঞাতীনং যে হোন্তি অনুকম্পকা,
সুচিং পণীতং কালেন কপ্পিযং পানভোজনং,
"ইদং বো ঞাতীনং হোতু সুখীতা হোন্তু ঞাতযো"
তে চ তত্থ সমাগতা ঞাতিপেতা সমাগতা,

৪। পহুতে অন্নপানাম্হি সক্কচ্চং অনুমোদরে।
চিরং জীবন্ত নো ঞাতী যেসং হেতু লভামসে,

৫। অম্হাকঞ্চ কতা পূজা দাযকা চ অনিপ্ফলা।
নহি তত্থ কসি অত্থি গোরক্খেত্ত ন বিজ্জতি।

৬। বণিজা তাদিসী নত্থি হিরঞ্ঞেন কযাক্কযং,
ইতো দিন্নেন যাপেন্তি পেতা কালকতা তহিং।

৭। উন্নমে উদকং বট্টং যথা নিন্নং পবত্ততি,
এবমেব ইতো দিন্নং পেতানং উপকপ্পতি।

৮। যথা বারিবহা পূরা পরিপূরেন্তি সাগরং,
এবমেব ইতো দিন্নং পেতানং উপকপ্পতি।

৯। অদাসি মে অকাসি মে ঞাতিমিত্তা সখা চ মে,
পেতানং দক্খিণং দজ্জা পুব্বে কতং অনুস্সরং।

১০। নহি রুন্নং বা সোকো বা যাচঞা পরিদেবনা,
ন তং পেতানং অত্থায় এবং তিট্ঠন্তি ঞাতযো।

১১। অযঞ্চ খো দক্খিণা দিন্না সঙ্ঘম্হি সুপ্পতিট্ঠিতো,
দীঘরত্তং হিতাযস্স ঠানসো উপকপ্পতি।

১২। সো ঞাতিধম্মো চ অযং নিদস্সিতে,
পেতানং পূজা চ কতা উলারা,
বলঞ্চ ভিক্খূনং অনুপ্পদিন্নং,
তুম্হেহি পঞ্ঞং পসুতং অনপ্পকন্তি।

শব্দার্থ

সিঙ্গাটক-চৌকাঠ, সকং ঘরং - নিজের ঘর; সরতি - স্মরণ করে, চিরং জীবন্তু - চিরজীবী হোক, পহুত - প্রচুর; কসী - কৃষি; গোরক্খেত্ত - গোপাল ক্ষেত্র; কযাক্কযং - ক্রয়বিক্রয়; উন্নমে - উন্নতস্থান, নিন্নং - নিম্নদিক, বারিমুহা - পরিবহণকারী; রুণ্নং - রোদন; বলঞ্চ ভিক্খূনং - ভিক্ষুদের শক্তি।

সারমর্ম

মানুষ মৃত্যুর পর কর্মফল হেতু বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যারা পাপকর্ম করে তারা প্রেতযোনিতে জন্ম নেয়। দুঃখের বিষয়, জ্ঞাতিগণ অনেকেই তাদের স্মরণ করেন না। কিন্তু যারা অনুকম্পাপরায়ণ তারা জ্ঞাতিগণের পারলৌকিক সদগতির জন্য দান দক্ষিণা দেয়। কোন উন্নত স্থান থেকে জল যেমন নিম্ন দিকে প্রবাহিত হয় তেমনি ইহলোকে দান দিলে তা প্রেতলোকের উপকারে আসে। যারা প্রেত তারা আমাদের ভাই, জ্ঞাতি, মিত্র এ ভেবে তাদের উদ্দেশ্যে সঙ্ঘদান দেওয়া উচিত। এরূপ দান দ্বারা জ্ঞাতিগণের পূজা করা হয়; ভিক্ষুদের শক্তিদান করা হয় এবং দাতারও বহুপুণ্য অর্জিত হয়। এ সূত্রে জ্ঞাতিগণের জন্য বৌদ্ধদের করণীয় কর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে।

এর মাধ্যমে মানুষকে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

অনুশীলনী

ক. ঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। ত্রিশরণ কাদের শ্রেষ্ঠ শরণ?

ক. ব্রাহ্মণদের খ. বৌদ্ধদের
গ. যক্ষদের ঘ. মনুষ্যদের

২। কার পূর্বে ত্রিশরণ নিতে হয়?

ক. প্রব্রজ্যার খ. উৎসবের
গ. মৃত্যুর ঘ. আনন্দের

৩। ত্রিশরণ কাকে বলে?

ক. বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ খ. দান, শীল, ভাবনা
গ. অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম ঘ. ভাবনা, অনিত্য, শীল

৪। লোকধর্ম কোনটি?

ক. জীবধর্ম খ. সংসার ধর্ম
গ. নিন্দা-প্রশংসা ঘ. জীবপ্রেম

৫। **কোনটি উত্তম মঙ্গল?**

ক. পূজনীয়দের পূজা খ. অজ্ঞানীর সেবা

গ. অসৎ সংসর্গ ঘ. বদভ্যাস

৬। **কোন বিষয়ে বিচলিত হবে না?**

ক. লাভ-ক্ষতি খ. জন্ম-মৃত্যু

গ. গুরু-শিষ্য ঘ. আয়-ব্যয়

৭। **প্রকৃত মঙ্গল কোনটি?**

ক. ক্ষমাশীল হওয়া খ. ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া

গ. বৈরী হওয়া ঘ. ভাবনাশীল থাকা

৮। **স্রোতাপন্ন ব্যক্তিরা পাপ কী করতে পারে না?**

ক. প্রকাশ খ. প্রচার

গ. গোপন ঘ. প্রসার

৯। **বাসনাশূন্য মানুষ কোন সলিলে অবগাহণ করে?**

ক. পুণ্য খ. বিজ্ঞান

গ. অমৃত ঘ. নদী

১০। **শাক্যমুনি কোন অমৃত পান করেছেন?**

ক. বাসনামৃত খ. প্রজ্ঞামৃত

গ. আনন্দামৃত ঘ. কামনামৃত

১১। **পরস্পর পরস্পরকে কী করবে না?**

ক. ঠকাবে না খ. ভুল বুঝবে না

গ. বঞ্চনা করবে না ঘ. মারবে না

১২। **মা তার নিজের পুত্রকে কীভাবে রক্ষা করে?**

ক. আশীর্বাদ দিয়ে খ. আয়ু দিয়ে

গ. মমতা দিয়ে ঘ. পুণ্য দিয়ে

১৩। **নির্বাণলাভকারী ব্যক্তিরা কী হয়ে থাকে?**

ক. মমতাশূন্য খ. নীতিশূন্য

গ. অভিমান শূন্য ঘ. বিদ্যাশূন্য

১৪। **শীলবান ব্যক্তিরা কী পরিহার করেন?**

ক. প্রেমদৃষ্টি খ. মিথ্যাদৃষ্টি

গ. কুদৃষ্টি ঘ. সুদৃষ্টি

১৫। গুপ্তধন কী হতে পারে?

ক. নষ্ট খ. স্থানচ্যুত

গ. হস্তান্তর ঘ. সৃষ্ট

১৬। প্রকৃত ধন কী রকম?

ক. সুনিহিত খ. সুসংবদ্ধ

গ. সুসংহত ঘ. সুবিদিত

১৭। পুণ্যধন মানুষের কী হয়?

ক. সহগামী খ. অনুগামী

গ. পশ্চাৎগামী ঘ. তীর্থগামী

১৮। মৃতজ্ঞাতিদের উদ্দেশ্যে কী করা উচিত?

ক. পুণ্যকর্ম খ. দান দেওয়া

গ. ধর্মকর্ম ঘ. শীলকর্ম

১৯। কোন ব্যক্তিরা নিজের ঘরে বা জ্ঞাতির ঘরে দাঁড়িয়ে থাকে?

ক. পাপী খ. প্রেতযোনী প্রাপ্ত

গ. অসৎ ঘ. স্বর্গপ্রাপ্ত

২০। দায়কের দান কী হয় না?

ক. নিষ্ফল খ. অকারণ

গ. অহেতুক ঘ. অযথা

২১। প্রেতলোকে কী নেই?

ক. কৃষি খ. গাড়ি

গ. প্রাসাদ ঘ. নারী

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. উপসম্পদার আগে ত্রিশরণ নিতে হয় কেন?

২. ত্রিশরণ কাকে বলে?

৩. বৌদ্ধ ধর্মে প্রবেশের প্রথম সোপান কোনটি?

৪. কোন দেশে বসবাস মঙ্গলজনক?

৫. ধর্মাচরণ কেন করা হয়?

৬. লোকধর্মগুলো কী?

৭. বুদ্ধের আগমনের পূর্বে বৈশালীর অবস্থা কী রকম ছিল?

৮. কাঁরা আটবারের অধিক সংসারে জন্মগ্রহণ করেন না?

৯. কাঁরা শ্রাবক সঙ্ঘের সদস্য হওয়ার যোগ্য?

১০. কাঁরা পুনরায় গর্ভাশয়ে প্রবেশ করেন না?

১১. নির্বাণকামী ব্যক্তিরা কী রকম?

১২. কাদের প্রতি মৈত্রী পোষণ করবে?

১৩. প্রেতরা জ্ঞাতির নিকট কী আশা করে?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১. ত্রিশরণ কাকে বলে? ত্রিশরণের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

২. ত্রিশরণ পালি ভাষায় লিখ।

৩. ত্রিশরণের সারমর্ম চয়ন কর।

৪. মঙ্গল সূত্রে কত প্রকার মঙ্গলের কথা বলা হয়েছে তা উলেখ কর।

৫. বৌদ্ধদের ব্যাবহারিক জীবনে মঙ্গল সূত্রের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৬. রতন সূত্রের মূল আবেদন কী তা বর্ণনা কর।

৭. রতন সূত্রের পটভূমিকা পর্যালোচনা কর।

৮. করণীয় মৈত্রী সূত্রের আলোকে 'মৈত্রী' সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখ।

৯. করণীয় মৈত্রী সূত্রে বৌদ্ধ ধর্মের কতটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, আলোচনা কর।

১০. ব্রহ্মবিহার কী? এ সম্পর্কে আলোচনা কর।

১১. 'নিধি' বলতে কী বুঝানো হয়েছে এবং প্রকৃত নিধি কী তা বর্ণনা কর।

১২. নিধিকণ্ড সূত্রের মূল আবেদন লেখ।

১৩. প্রকৃত ধন কীভাবে অর্জন করা যায় উলেখ কর।

১৪. প্রেতলোক বলতে কী বুঝায়? কারা প্রেতলোকে জন্ম নেয়?

১৫. তিরোকুড্ড সূত্রের সারাংশ লেখ।